ভেক মুষিকের যুদ্ধ।

—•—

এডুকেশান গেজেট হইতে সমুদ্ধৃত

কলিকাতা:

সত্যার্ণব যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

১৮৫৮

ভূমিকা।

এই উপকাব্য, পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকটিত হইয়াছিল। রচনা দৃষ্টে অনেকে কৌতুকানুভব করিয়া গ্রন্থাকারে তদ্দর্শনের ইচ্ছা বিজ্ঞাপন করাতে তাঁহাদিগের অভিমত পালন করা যাইতেছে। ইউরোপীয় কবিকুলের পিতৃস্বরূপ আদি মহাকবি হোমর মহোদয়ের নামে এই উপকাব্যের জনন প্রবাদ আছে, কিন্তু ঈলিয়ড্ ও অডেসি খ্যাত অনুপম মহাকাব্যদ্বয়ের জনয়িতা যে এরূপ ক্ষুদ্র কাব্যের প্রণেতা হইবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, তবে এই এক প্রবোধের পথ আছে, যে, যে মহাসমুদ্র প্রবাল মৌক্তিকাদি রত্ননিচয়ের ও তিমি তিমিঙ্গিলাদির আধার হইয়াছেন, সেই রত্নাকর শুক্তি শম্বূকাদি সামান্যতম জলজন্তুনিকরেরও আকর স্বরূপ! ফলত ভাবুকদিগের নিকট সাগরজ শুক্তি শম্বুকাদির চাকচিক্য এবং বিচিত্র রাগরঙ্গাদি সামান্যতর নয়ন মনোহনুরঞ্জনকারি নহে। ভেক মূষিকের মূলকাব্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই তাহার মাধুর্য্য রসে অপূর্ব্ব সুখানুভব করিয়া থাকিবেন। উপস্থিত মর্ম্মানুবাদ তাঁহাদিগের প্রীতিবর্দ্ধনার্থ প্রস্তুত নহে, ফলতঃ ইউরোপীয় মহাকবিদিগের কবিত্ব ছটার প্রতিবিম্ব, এতদ্দেশীয় সাধারণ জনগণের মানসে প্রতিবিম্বিত করাই আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত। অনেকে কহেন, ইউরোপীয় কবিত্ব এতদ্দেশীয় ভাষাসমূহে সংগ্রহ করা অসম্ভব কার্য্য, কিন্তু আমরা একথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি না। মনুষ্যের মানসিক ভাবনিচয় সর্ব্বদেশে একই প্রকার,

তবে দেশ কালপাত্র ভেদে তাহার কথঞ্চিৎ বিপর্য্যয় হইবার সম্ভাবনা। ললিত নয়নের তুলনায় কোন দেশে ইন্দীবরের, কোন দেশে বা নর্গেসের, কোন দেশে বা নীলবর্ণ ক্ষীণবৃন্ত স্থূল কুসুমান্তরের সাদৃশ্য উল্লেখ হয়, প্রভৃতি, শালিত্যানিলয় নীললোচন দৃষ্টে সকল দেশীয় কবির মনে একই প্রকার ভাবোদয় হয় সন্দেহ নাই, তবে উপমিতি প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োজক পদার্থ সর্ব্বদেশে একই প্রকার জন্মে না, এই নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিভেদ সম্ভূত হয়, কিন্তু যে পদার্থ সর্ব্ব দেশেই বর্ত্তমান আছে, তাহা কোন সাদৃশ্য জ্ঞাপক হইলে সর্ব্ব দেশীয় কবিরাই তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, যথা "মৃগলোচন" এই দৃষ্টান্ত কি ভারতবর্ষীয়, কি পারস্য, কি ইউরোপীয়, ভিন্ন ভিন্ন সকল দেশের কবিরাই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এক দেশের কবির ভাব যে অপর দেশের ভাষায় আকর্ষিত হইবার যোগ্য নহে একথায় আমরা কখনই সম্মত নহি। এতদ্দেশীয় লোকেরা অধুনা ইউরোপীয় ফল, মূল, শাক, শস্যাদি স্বদেশীয় রুচি অনুসারে স্বদেশীয় নিয়মে পাক করিয়া গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে শরীরের মাত্র পোষণ হয়, কিন্তু ইউরোপীয় অশনে মানসের পোষণও আবশ্যক, এতাবতা, আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, ইউরোপীয় উপাদেয় মানসিক ভোজ্য, কবিতা প্রভৃতি কি এতদ্দেশীয় জনগণের রুচি অনুসারে এতদ্দেশীয় নিয়মে প্রস্তুত করা যাইতে পারে না ?

ভেক মূষিকের যুদ্ধ।

ভেকদিগের নাম।		মধু-লেহিনী।
ফুল্ল-গণ্ড।	পঙ্ক-শায়ী।	রম্ভা-ভোগী।
পঙ্কিল।	শম্বুনাশী।	ভোগ-বিলাস।
জলেশী।	কর্দমজ।	ভাণ্ড-বিহারী।
নিনাদক।	নল-গামী।	লেহন-সার।
পঙ্কজ	দ্রুত গতি।	গর্ত্ত-পতি।
বল্মীক।	শষ্প-বল্লভ।	ক্ষুর-দন্ত।
সরোবড়িয়া।	কটকটিয়া।	মোদক-চোর।
মৃণালাশী।		তড়িদ্গতি।
সরঃপ্রিয়।	মূষিকদিগের নাম	
শৈবালক।	শস্যহারী।	মিষ্টান্ন-প্রিয়।
বারি-বিলাস।	পিষ্টকাশী।	শুচী-মুখ।

প্রথম স্বর্গ।

উর গো কবিতা-শক্তি তেজি দিব্যপুরী।
পূর গো আমার কাব্যে মোহন মাধুরী॥
বিবরিব বিগ্রহ বিষম বীর রসে।
ভুবন ভরিবে যত যোদ্ধৃগণ যশে॥

কিরূপে মূষিকগণ মাতি রণ-রঙ্গে।
করিল ভয়াল যুদ্ধ ভেক-জাতি সঙ্গে॥
সে যুদ্ধ সামান্য নয় তুলনা কি তার।
দেবতা দানবে যুদ্ধ উপমায় ছার॥
যাবৎ গগনে রবি হইবে উদিত।
তাবৎ সে কীর্ত্তি রবে জগতে বিদিত॥
একদা পড়িয়া ক্রূর বিড়ালের গ্রাসে।
পলায় মূষিক এক অনেক আয়াসে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় ত্রাসে গতি খরতর।
স্বেদজল বহে দেহে তৃষায় কাতর॥
এক সরসীর তীরে করিয়া প্রয়াণ।
গোঁপ ডুবাইয়া মূষা করে জল পান॥
মূষিকে সম্বোধি এক ভদ্র ভেক তথা।
শির তুলি ঘোর স্বরে কহিতেছে কথা॥
"কে হে তুমি ভিন্ন-দেশী জন্ম কোন্ কুলে?
ক্লান্ত হয়ে পড়ে কেন সরোবর কূলে?
যথা সত্য কথা কহ হইয়া নির্ভয়।
হে মূষিক নাহি দিও মিথ্যা পরিচয়॥
মিত্রতার যোগ্য হও, কর তাহা ভাই।
সুখ-সরোবর মধ্যে এসো লয়ে যাই॥

"প্রবেশি আমার পুরী আতিথ্য লইয়া
বিদায় হইবে পরে সানন্দ হইয়া॥
রজত সন্নিভ এই হ্রদের উপর।
আমার প্রভুত্ব, আমি ভেকের ঈশ্বর॥
পঙ্কিলের বংশধর ফুল্ল-গণ্ড নাম।
জলেশী জননী, যাঁর যমুনায় ধাম॥
তথা মম পিতা সহ পরিণয় পরে।
আবির্ভূত হই আমি তাঁহার উদরে॥
তোমার লক্ষণ সব দেখি বোধ হয়।
তুমি বীর হবে কোন রাজার তনয়॥
পরিচয় দিয়ে কর সংশয় বিচ্ছেদ।"
শুনিয়া মূষিক তারে কহিতেছে ভেদ॥
"সুর নর কি বিহঙ্গ উড়ে যত দূর।
তত দূর মম নাম আছে ভর-পূর॥
শুনহ, যদ্যপি নহে তব জ্ঞাত-সার।
মহামহিম শ্রী, শস্যহারী নামামার॥
পিষ্টকাশী পিতা মম বীর শ্রেষ্ঠ তিনি।
তাঁহার গেহিনী সতী শ্রীমধুলেহিনী॥
গর্ত্তপতি মহামতি জনক তাঁহার।
মহারাজ সুতা মাতা মহা অধিকার॥

মনোহর মঞ্চোপরে জনম আমার।
পুষিলেন দিয়ে নানা সুমিষ্ট আহার॥
কহ কিসে বন্ধুতা হইবে তব সহ।
উভয়ের স্বভাবেতে একতা বিরহ॥
তব পুরী পরে খেলে তরল তরঙ্গ।
মনুষ্যের দিব্য খাদ্যে পুষ্ট মম অঙ্গ॥
কত যত্নে রুটী পিটা প্রস্তুত করিয়া।
লুকাইয়া রাখে নর হাঁড়িতে ভরিয়া॥
সুধার মাংশের বড়া, কোফতা কুরকেট
ইলিসের ডিম ভাজা, রোহিতের পেট॥
সন্দেশ মিঠাই নানা মোরব্বা আচার।
ক্ষীর ছানা পনীর প্রভৃতি উপহার॥
দেবের দুর্ল্লভ ভোগ কত শত আর।
কত কষ্টে গুপ্ত করে ভয়েতে আমার॥
বৃথায় আয়াস, আর বৃথায় প্রয়াস।
তখনি আস্বাদ লই, হলো অভিলাষ॥
যেরূপ চতুর ইথে সেরূপ সংগ্রামে।
কত শত বীর কাঁপে শস্যহারী নামে॥
রণে ভঙ্গ দিয়ে কভু যাই নাই ভেগে।
এক মনে এক ধ্যানে রণে যাই লেগে॥

আমার অপেক্ষা অতি দীর্ঘদেহী নর।
কিন্তু আমি কখন করিনে তারে ডর॥
শয্যাপরে সুখভরে নিদ্রা যায় যবে।
চুপিসাড়ে গুড়ি গুড়ি যাই আমি তবে॥
কর পল্লবেতে কিম্বা পদাঙ্গুলি ধরি।
বসাইয়া দিয়ে দন্ত লহুজারী করি॥
এমনি চালাকি তায় আমার জাহের।
ঘুমাইয়া থাকে নর পায় নাকো টের॥
তথাপিও আমাদের শত্রু বহুতর।
তাহাদের অত্যাচারে সর্ব্বদা কাতর॥
বিড়াল পেচক এরা কালান্তের কাল।
খাবায় দাবায় সব উন্দুরের পাল॥
বিকল করেছে তাহে ফাঁদ আর কল।
দিন দিন জ্ঞাতি গোত্র মারে দল দল॥
শব্দ নাই প্রাণ নাই স্তব্ধ ভাবে চলে।
লুকাইয়া থাকে যম খাদ্য রাখি কলে॥
সবে বটে আমাদের ভয়ানক অরি।
সব চেয়ে বিড়াল শত্রুরে ভয় করি॥
অন্ধকারে পলাইলে রক্ষা তবু নাই।
ঘোরতর আঁধারে ধরিয়া মারে ভাই॥

সে যা হোক, জলজাত গাছড়া ভক্ষণে।
জীবন ধারণ বল করিব কেমনে॥
নয়ন না তৃপ্ত হবে দেখি লাল মূলা।
আর আর অনর্থক খাদ্য কত গুলা॥
এ সকল ভেকদের খাদ্য প্রিয়তর।
অতিশয় ঘৃণা করে মূষিক নিকর॥"
এরূপে মূষিক যদি কহিল বচন।
উত্তরে কহিছে তবে মণ্ডূক রাজন॥
"ভাল হে বিদেশী, কর আহারের জাঁক।
আমাদের বিধি শুদ্ধ দেন নাই ডাক॥
স্থলে জলে কেলি করি নাচিয়া বেড়াই।
দুই ভূতে বাস, নানা খাদ্য তাহে পাই॥
কিন্তু যদি আশ্চর্য্য দেখিতে ইচ্ছা হয়।
এসো লয়ে যাই হ্রদে, কিছু নাই ভয়॥
উঠিয়া আমার কাঁধে বস্যো স্থিরভাবে।
চলহ আমার পুরী, নানা ভোজ্য পাবে॥"
এত বলি পিঠপাতি দিল ভেক পাড়ে।
লাফ দিয়ে উন্দুর উঠিল তার ঘাড়ে॥
দুই বাহু পসারিয়া জড়াইয়া ধরে।
চলিল মূষিকরাজ সুখ সরোবরে॥

বিচিত্র রসেতে পূর্ণ উল্লাসিত মনে।
কত বাঁক ছাড়াইয়া চলিল সঘনে॥
সমুদ্রের কূলে যেন বন্দর সকল।
দেখি মূষিকের হয় নয়ন সফল॥
তরল তরঙ্গোপরে যখন চলিল।
উঠিল শরীরে তার সে নীল সলিল॥
তখন হৃদয়ে তার উপজিল ভয়।
যুগল নয়ন পথে অশ্রুধার বয়॥
ছিঁড়ে ফেলে চিকুর, চঞ্চল পদদ্বয়;
ভুরু ভুরু করে বুক, জীবন সংশয়॥
প্রকট সংকট ভাবি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
বিফলে বাসনা আর ফিরে যেতে পাড়ে॥
লাঙ্গূলে করিয়া হাল বৃথা ঝিঁকে মারে।
গগন ভরিল তার ব্যর্থ হাহাকারে॥
মৃতপ্রায় হয়ে বীর জলের উপরে।
এইরূপে কাঁদিতে লাগিল আর্ত্তস্বরে॥
" হায় কেন মাটীখেয়ে আইলাম জলে।
অসাধ্য সাধিতে গেলে এই দশা ফলে॥
কোন পুরুষেতে মম, স্থলছাড়া নয়।
হায় বিধি কি কুবুদ্ধি হইল উদয়!

শুনিয়াছি এইরূপে ভুলায়ে সীতারে।
লয়ে গেল দশানন জলধির পারে॥
যেই দশা জানকীর জলধি উপর।
আমার সেরূপ, ভয়ে কাঁপি থর থর॥
যা হবার হবে তাই, তাহে খেদ নাই।
কোন মতে ভেকপুরে গেলে রক্ষা পাই॥”
এইরূপে মূষা যবে করিছে রোদন।
কাল আসি অন্য মূর্ত্তি করিল ধারণ॥
পানী গোখুরার কুলে জাত এক বীর।
অকস্মাৎ জল হত্যে হইল বাহির॥
লোহিত নয়ন দুটা ঘুরায় সঘনে।
ফুলিল বুকের পাটা খাদ্য দরশনে॥
তীর বেগে ধায় রেগে প্রবাহ উপর।
ভয়ে ভীত ভ্রান্তচিত ভেক ভূমীশ্বর॥
উন্দুরে ফেলায়ে দূরে ডুবমারে জলে।
সাপ দেখে, বাপ ডেকে, তনু ঢেকে চলে॥
বিশ্বাসঘাতক ভেক যারে কাঁধে করি।
বন্ধু বলি যেতে ছিল আপন নগরী॥
সে যত সাঁতারু তাহা জানে সর্ব্বলোকে।
নাকানী চোবানী খায়, পেটে জল ঢোকে॥

চরণে রাখিয়া তার বৃথা চাহে ত্রাণ।
ডুবে আর উঠে বীর, শ্বাস-গত প্রাণ॥
আঁকু বাঁকু করে আখু ডুবে আর উঠে।
অসাড় হইল অঙ্গ মুখে রক্ত ছুটে॥
নিরাশয় নীরাশয়ে হইয়া ফাঁফর।
মৃত্যুকালে কহে মূষা, ক্রোধে গর গর॥
" অরে রে বিশ্বাসঘাতী রাজা দুরাচার!
করিলি আমার প্রতি এই কুব্যাভার॥
ইহার উচিত ফল পাবি অচিরাৎ।
ফেলে পলাইলি দুষ্ট করে জলসাৎ॥
স্থলোপরি শক্তি তোর নাহি মম সম!
জলে জারি জুরি, তোর চাতুরী বিষম॥
ভো দেবতাগণ! সাক্ষী তোমরা সকল।
কোথারে উন্দুরসেনা দিস্ প্রতিফল॥"
এই কথা বলে বীর ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
সেই সঙ্গে প্রাণ তার ত্যজে দেহ বাস॥
হেন কালে ফুলময় সেই হ্রদ তীরে।
ভ্রমণ কারণ মৃদু সায়াহ্ন সমীরে॥
আইল লেহন-সার বয়সে কিশোর।
দেখে যুবরাজ মরে করি ঘোর শোর॥

দূর দূরান্তরে ছুটে তাহার চীৎকার।
উন্দূরের পুরে উঠে মহা হাহাকার॥
গভীর শোকের নীরে ভাসিল সকলে।
বিবর ভরিল সব নয়নের জলে॥
শস্যহারী প্রিয়তমা শোকে অচেতন।
আলু থালু কেশ বেশ, ধরায় শয়ন॥
পুরনারী শস্যহারি গুণ ব্যাখ্যা করি।
বিনাইয়া কাঁদে সবে দিবস শর্ব্বরী॥
একে শোকস্বরে পূর্ণ মূষিক মণ্ডল।
তাহে ক্রোধে তর্জে গর্জে সেনানী সকল॥
ঘরে ঘরে ধেয়ে যেয়ে রাজ দূতগণ।
প্রভাতে যাইতে বলে রাজার সদন॥

দ্বিতীয় স্বর্গ।

পূর্ব্বদিগে পদ্মপাণি প্রকাশিলে ঊষা।
মুষারাজ সভায় আইল যত মুষা॥
উঠিলেন পিষ্টকাশী শোকাচ্ছন্ন মনে।
সম্বোধিয়া কহিছেন সভাগত গণে॥
“ হারাধন শস্যহারী শোকে প্রাণ দহে।
সকলের শোক ইথে, শুদ্ধ মম নহে॥

বীরবর তিন পুত্র জন্মেছিল মম।
একে একে মম অগ্রে গ্রাসিলেক যম॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরীর অন্তরে বস্যে ছিল।
ভয়াল বিড়াল বেটা তাহারে খাইল॥
মধ্যম কুমারে নাশে সর্ব্বনেশে কল।
হা করিয়া ছিল ভুষ্ট, মুখে রেখে ফল॥
লাফ দিয়ে প্রবেশিবে ভিতরে যেমন।
চাপাকলে বাপা মোর হইল নিধন॥
হা হা পুত্র প্রিয়তম সর্ব্বগুণধর।
কি ক্ষণে কলের সৃষ্টি কর্যেছিল নর॥
অবশেষে ছিল মাত্র কনিষ্ঠ নন্দন।
আমার অন্ধের নড়ী, দরিদ্রের ধন॥
তোমাদের আশা ভরসার সেই স্থল।
পালিত পরম যত্নে মূষিক মণ্ডল॥
ফুল্ল-গণ্ড ভেক তারে ডুবাইল জলে।
মরিল আমার যাদু, সে বেটার ছলে॥
সাজ, সাজ, সাজ সবে, দেহ প্রতিফল।
মারহ মণ্ডুক রাজে, মার ভেক দল॥
রাজবাক্য শুনি সবে গর্জ্জিল বিক্রমে।
ধরিল সমর সজ্জা যথা রীতি ক্রমে॥

বেদানা সীমের খোসা হইল বিনামা।
মরা বিহঙ্গের পক্ষে বিরচিল জামা॥
পতঙ্গের চাক্তি ঢালে সুশোভিত পিট।
বাদামের খোলা হলো মাথার কিরীট॥
ছুঁচের বল্লম হাতে করে ঝক্‌মক্।
সাজিল মূষিক সেনা, দৃশ্য ভয়ানক॥
মহা গণ্ডগোল উঠে ভেক সন্নিধানে।
নিকটে কিসের গোল কেহ নাহি জানে॥
জল ছেড়ে দল বেঁধে উঠে গিয়া পাড়ে।
জিজ্ঞাসিল কোন্ শত্রু সিংহনাদ ছাড়ে॥
এমন সময় তথা এলো এক বীর।
শ্রীভাণ্ড-বিহারী নাম মূষিক সুধীর॥
পিষ্টকাশী রাজদূত, সেই মহোদয়।
বিপক্ষেরে ডাকি বীর রাজ-আজ্ঞা কয়॥
" অরে রে ভেকের দল শুনরে সকলে।
আসিছে মূষিক সেনা সংগ্রামের স্থলে॥
মাতিয়াছে রণ মদে দিবে প্রতিফল।
প্রতি অঙ্গে নানা অস্ত্র করে ঝলমল॥
তোদের নির্দ্দয় রাজা ফুল্ল-গণ্ড যেই।
আমাদের যুবরাজে মারিয়াছে সেই॥

ভাগ্যহীন রাজপুত্র, পতিত চাতরে।
এখনো তাঁহার অঙ্গ ভাসে সরোবরে॥"
এই কথা বলি বীর করিল প্রস্থান।
শুনিয়া ভেকের দল ক্রোধে কম্পবান॥
গর্ব্বে ফুলে, কিন্তু সবে চিন্তিত অন্তর॥
রাজার অধিক নিন্দা করে পরস্পর॥
দেখিয়া এভাব তবে ফুল্ল-গণ্ড রায়।
স্বীয় দোষোদ্ধারে কহে মণ্ডূক সভায়॥
" শুন শুন মিত্রগণ আমার বচন।
আমি কেন সে মূষিকে করিব নিধন?
কখন্ মরিল মূষা, নহি অবগত।
আপনার দোষে সেই হইল নিহত॥
বৃথা অভিমানী ছিল মূষিক কুমার।
আপনি আইল জলে পাড়িতে সাঁতার॥
আমাদের বিদ্যা তাহা জানিবে কেমনে?
মরিল নির্ব্বোধ শিশু সেইত কারণে॥
অকারণে রাগ করে উন্দূরের দল।
অনর্থ আমারে চাহে দিতে প্রতিফল॥
যেমন চতুর শত্রু আসিয়াছে রেগে।
তেমনি দেখাও শক্তি, যাবে তারা ভেগে॥

আমি তার পন্থা বলি শুন সর্ব্বজন।
নিশ্চয় হইবে জয়, লয় মম মন॥
যথা উচ্চতর অতি সরোবর তীর।
স্থিরভাবে নীচে তার সুগভীর নীর॥
ধারে ধারে থাক সবে হয়ে সাবধান।
আসুক শত্রুর সেনা বরষিয়া বাণ॥
অনন্তর সন্নিকট যখন হইবে।
নিজ নিজ সম-যোদ্ধা বাছিয়া লইবে॥
প্রতি জন এক এক ধরিয়া উন্দূরে।
সরোবর লক্ষ্য করি ফেলে দিবে দূরে॥
এমনি ধরিয়ে জোরে ফেলাইবে জলে।
ঘূরিতে ঘূরিতে যেন মরে হ্রদতলে॥
ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ হইবেক তায়।
শত পাকে ঘূরিবেক সরোবর কায়॥
জয় লাভে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাইবে সকলে।
নিশান উড়ায়ে দিবে সংগ্রামের স্থলে॥"

এত বলি ফুল্ল-গণ্ড বসে সিংহাসনে।
কথা শুনি দ্বিগুণ মাতিল ভেকগণে॥
সবুজ পোষাক পরে যতেক প্লবঙ্গ।
শৈবাল সাজোয়া দিয়ে ঢাকিলেক অঙ্গ॥

পাতাড়ীর পাতা ঢালে শোভে পৃষ্ঠদেশ।
কোথা কে দেখেছে হেন সংগ্রামের বেশ?
শুক্তি শম্বুকের নানা টোপর সুন্দর।
ঝক্‌মক্‌ ভানুকরে করে নিরন্তর॥
ভয়ানক শূল অস্ত্র নল খাগড়ার।
ছাইল গগন ঘন কানন আকার॥
এইরূপে সাজিয়া উঠিল ভেকগণ।
অস্ত্র দেখাইয়ে চাহে মুষা স্থানে রণ॥

তৃতীয় স্বর্গ।

মালঝাঁপ।

দুই দল, মহাবল, ধরাতল, কাঁপে।
থর থর, থরতর, যুড়ি শর, চাপে॥
ঝল মল, কি উজ্জ্বল, সুবিমল, অস্ত্র।
সেনাগণ, সুশোভন, সম্মহন, বস্ত্র॥
প্লবঙ্গক, ভয়ানক, মক মক, শব্দ।
মুষাগণ, বিঘোষণ, ত্রিভুবন, স্তব্ধ॥
তড়াগের, ধারে ঢের, মণ্ডূকের, তাম্বু।
শেহালার, ডেরা তার, খাগড়ার, বাম্বু॥

আগে তার, আগুসার, সার সার, যোদ্ধা।
উৰ্দ্ধশির, রণবীর, অতি ধীর, বোদ্ধা॥
রহিলেক, যত ভেক, হয়ে এক, পংক্তি।
হুহুঙ্কার, চীৎকার, যত যার, শক্তি।
ছেয়ে মাঠ, মুষা ঠাট, কাট কাট, শোরে।
মহা জাঁক, ডাক হাঁক, রহে থাক, ঘোরে॥
রণশৃঙ্গ, হল্যো ভৃঙ্গ, নহে রিঙ্গ, কাযে।
কি আহব, মহোৎসব, ভোঁ ভোঁ রব, বাজে
শুনি রব, সুভৈরব, মাতে সব, শুদ্ধ।
দ্রুত বেগে, যায় রেগে, গেল লেগে, যুদ্ধ॥

পয়ার।

নিনাদক নামে ভেক দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
লাফ দিয়া আগে ভাগে পড়ে বীরবর॥
ছাড়িল বিষম শূল দ্বিতীয় অশনি।
পড়িল লেহন-সার বীর চূড়ামণি॥
বয়সে কিশোর অতি ছিল মুষা-সুত।
সংগ্রামে কেশরিপ্রায়, নানা গুণযুত॥
যশো লাভ লোভে বীর সকলের আগে।
দাঁড়াইয়া ছিল, মাতি নব অনুরাগে॥

বজ্রের সমান শূল ছাড়ে নিনাদক।
চর্ম্ম বর্ম্ম ভেদ করি পশিল কলক॥
হাহাকার করি মুষা পড়ে ধরাতল।
ধূলায় লুটায় তার সুচারু কুন্তল॥
দেখিয়া জ্ঞাতির গতি বীর গর্ত্তপতি।
বিপর্যায় গদা হস্তে নিল মহামতি॥
পঙ্কজের শিরোপরি করিল আঘাত।
এক ঘায়ে হলো ভেক ধরায় প্রপাত॥
কালের কবলে সেই হারাইল জ্ঞান।
রুধিরের স্রোতে প্রাণ করিল প্রয়াণ॥
শরাসনে কলম্বিক যুড়ি তীক্ষ্ণ তীর।
ভাণ্ড-বিহারির বক্ষ লক্ষ্য করি বীর॥
ছাড়িল দুর্জয় শর যমের সোসর।
মরিলেন শ্রীভাণ্ড-বিহারী বীরবর॥
দেখি ক্রোধে ক্ষুরদন্ত হইল অস্থির।
তিন শরে কেটে ফেলে কলম্বীর শির॥
আর বার অস্ত্র যুড়ি গর্জ্জিয়া ছাড়িল।
বড়্‌বড়িয়ার মাথা কাটিয়া পাড়িল॥
অভিমানী ছিল এই ভেকের নন্দন।
আপনার গুণ গানে রত অনুক্ষণ॥

দিবা নিশি বড়্ বড়্ করণ কারণ।
শ্রীবড়্ বড়িয়া নাম বিখ্যাত ভুবন॥
ক্ষুর দন্ত অস্ত্র তার ঢুকিল উদরে।
মরিল ভেকের চূড়া কিছু কাল পরে॥
বন্ধুর বিয়োগ দেখি বীর মৃণালাশী।
ক্রোধ ভরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশিল আসি॥
হস্তে করি নিল এক প্রকাণ্ড কঙ্কর।
ভীমের করেতে যেন শোভিল শেখর॥
ঘূরাইয়া প্রহারিল গর্ত্তপতি বুকে।
অধৈর্য্য হইল মূষা রক্ত উঠে মুখে॥
প্রস্থানেতে গর্ত্তপতি ছিলেন নিপুণ।
আসন্ন কালেতে আর কোথা থাকে গুণ?
ললাট লিখন বল খণ্ডিতে কে পারে?
জীবন ত্যজিল বীর কঙ্কর প্রহারে॥
গর্ত্তপতি-মৃত্যু শোকে হইয়া বিধুর।
দ্বিতীয় লেহনসার নামে এক শূর॥
মৃণালাশী বক্ষে মারে খরতর শর।
গর্ত্তপতি পার্শ্বে ভেক ত্যজে কলেবর॥
পুনরায় মূষাসুত বাণ বৃষ্টি করে।
ভাগিল ভেকের ভাগ ভয়ার্ত্ত অন্তরে॥

সরো প্রিয় নামে তথা আইল প্লবঙ্গ।
ক্ষণ পরে শরে তার জর জর অঙ্গ॥
রণে পটু নহে ভেক ভোজনে চতুর।
পলাইল হ্রদ তটে হয়ে ভয়াতুর॥
লাফ দিয়া যেমন পড়িল গিয়া পাড়ে।
অমনি লেহনসার চড়ে তার ঘাড়ে॥
পাশ দিয়া প্রহার করিল তার পেটে।
এক চোটে নাড়ীভুঁড়ী সব গেল কেটে॥
রুধির বহিল সেই সরোবর জলে।
জয় জয় শব্দে মুষা বাহুড়িয়া চলে॥
ভেকগণ ভঙ্গ দেখি ভর্ৎসিয়া ভীষণ।
ভল্ল-ভাঁজি এলো যুদ্ধে ভেক এক জন॥
শৈবালক নাম তার শেহালায় বাস।
মারিল মোদক-চোরে অস্ত্র চন্দ্রহাস॥
ফাফর হইল মুষা মুখে ছুটে ফেণা।
মেঠাই চুরির বুদ্ধি হেথা খাটিবে না॥
সে দিন চুরির ধন ছিল মতিচুর।
ভেক অস্ত্রে পেট কেটে পড়িল প্রচুর॥
মোদক-চোরের মৃত্যু করিয়া ঈক্ষণ।
অগ্রসর হল্যো আসি বীর এক জন॥

তড়িতের ন্যায় তার গতি খরতর।
সেহেতু তড়িদ্গতি খ্যাত শূরবর॥
সলিল-বিলাস নামে তরুণ মণ্ডূক।
মূষার বিক্রম দেখি কাঁপে ধুক ধুক॥
পাতাড়ীর ঢালে দেহ করি আচ্ছাদন।
রণভূমি ত্যজি করে দূরে পলায়ন॥
পশ্চাতে তড়িৎ ছুটে তড়িতের প্রায়।
দুই ভিতে ভাগে ভেক দেখিয়া তাহায়॥
আখুবংশে তড়িতের তুল্য নাহি আর।
পরিপুষ্ট দেহ তার করি মাংসাহার॥
হ্রদ তটে সলিল-বিলাস বক্ষোপরে।
প্রহারিল প্রহরণ ঝন ঝন স্বরে॥
জীবন তেজিল ভেক করি ছট্ফট্।
রুধিরে ভাসিয়ে গেল সরসীর তট॥
সেই কালে পঙ্কে শুয়ে ছিল তার ভাই।
পঙ্কশায়ী নাম তার কোলাকুলে চাঁই॥
অন্তরেতে প্রজ্বলিত ভ্রাতৃশোক তাপ।
পঙ্ক থেকে উঠে বীর দিয়ে এক লাফ॥
প্রকাণ্ড কোলায় দেখি পলায় তড়িৎ।
লাফে লাফে পঙ্কশায়ী চলিল ত্বরিত॥

ছাড়িল পাষাণ খণ্ড, লণ্ড ভণ্ড শির।
নাসারন্ধ্র পথে হল্যো মস্তিষ্ক বাহির ॥
জয় জয় শব্দ উঠে ভেকের শিবিরে।
আনন্দ মঙ্গলধ্বনি করে ফিরে ফিরে ॥

লঘু ত্রিপদী।

শুনি জয়-নাদ, গুণি পরমাদ,
কহেন মুষিকরাজ।
এক বেটা পেঁকো, করে গেল ভেকো,
ছি ছি এত বড় লাজ ॥
শুনিয়ে রাজার, বাক্য এপ্রকার,
মূষিক ভোগবিলাসী।
যুড়ি দুই কর, হয়ে অগ্রসর,
প্রণমিল হাসি হাসি ॥
দিয়ে হুহুঙ্কার, করি মার মার,
বরিষে নারাচ জাল।
সম্মুখে যে ছিল, সকলে বিন্ধিল,
মরে ভেক পালে পাল ॥
লগুনাশী নাম, এক গুণধাম,
ছিলেন সবার আগে।

গাত্র গন্ধে তার, কাছে থাকা ভার,
দেখিয়া পলায় নাগে ॥
ঘনাইল কাল, নারাচ বিশাল,
পশিল হৃদয় মাঝে।
মরে লশুনাশী, শ্রীভোগ বিলাসী,
নিবেদিল মূষারাজে ॥
কর্দ্দমজ বীর, শোকেতে অস্থির,
লশুনাশী মৃত্যু হেতু।
ঘোষিল ভীষণ, প্রলয়ে যেমন,
মহাকাল বৃষকেতু ॥
লাফে লাফে গিয়া, ধরে আকর্ষিয়া,
মূষিক মঞ্চ-নিবাসে।
ধরিয়া তাহায়, হ্রদে লয়ে যায়,
অচেতন মূষা ত্রাসে ॥
ঘন ঘন জলে, ডুব মারি চলে,
নিশ্বাস হইল রোধ।
মারিয়া উন্দুরে, শোক গেল দূরে,
দিল ভাল প্রতিশোধ ॥
হোথায় সংগ্রামে, শস্যহারী নামে,
আর এক ধনুর্দ্ধর।

যাহার কারণ, হয় এই রণ,
বিক্রমে তাঁরি সোসর ॥
মলগামী ভেকে, মারিলেক টেঁকে,
বিষম বল্লম এক।
মরে মলগামী, শুনি ভেকস্বামী,
রোদন করে অনেক ॥
দেখি মৃত-গতি, অতি ক্রুদ্ধমতি,
ডুব মারি সরোবরে।
দুই হাতে ঠাসি, নীয়ে পঙ্করাশি,
উঠে গিয়ে তীরোপরে ॥
মুষা প্রতি টাঁক, করি বর্ষে পাঁক,
ছাইল বদন তার।
পূর্ণ শশধরে, আচ্ছাদন করে,
যেন জলধর হার ॥
হল্যো দৃষ্টিহীন, সমর প্রবীণ,
মুষিকের চূড়ামণি।
প্রকাণ্ড পাষাণ, ধরি একখান,
ঘূরায়ে ছাড়ে অমনি ॥
দৃশ্য ভয়ঙ্কর, যেমন শেখর,
মেদিনী কাঁপিল ভারে।

অধুনা সে ভার, মুষা দশ বার,
তুলিতেও নাহি পারে ॥
যেরূপ কলিতে, মানবাবলীতে,
বলের হয়েছে হ্রাস।
সেইরূপ প্রায়, শক্তি ক্ষয় পায়,
উন্দুর বংশ সকাশ ॥
সেইত পাতর, পর্ব্বত সোসর,
মলগামী পদে পড়ে।
ভগ্ন পদ লয়ে, সভয় হৃদয়ে,
পলাইল উভরড়ে ॥
জয়মদে মাতি, ফুলাইয়া ছাতি,
নাচে বীর শস্যহারী।
তার নৃত্য দেখে, বিপর্য্যয় ডেকে,
উঠে ভেক অধিকারী ॥
শুনি সেই রব, এলো এক প্লব,
শ্রীকট্‌কটিয়া নাম।
শস্যহারী বক্ষ, করি সূক্ষ্ম লক্ষ্য,
মারে বাণ গুণগ্রাম ॥
কট্ কট্ স্বরে, প্রকট সমরে,
বিকট হুঙ্কার করে।

ক্ষণেক যুঝিয়া, ঝুঁজিয়া ঝুঁজিয়া,
মূষাদেহে রক্ত ঝরে ॥
প্রাণের আধার, রুধিরের ধার,
ঝরিয়া হইল শেষ।
পড়ে শস্যহারী, শরীর বিস্তারি,
লণ্ড ভণ্ড কেশ বেশ ॥
একি পরমাদ, হয়ে ভগ্ন-পাদ,
মহানস-প্রিয় বীর।
ত্যজি রণস্থল, গিয়া মহাবল,
লুকাইল স্বশরীর ॥
পগারের ঝোড়ে, নিবিড় নিওড়ে,
গোপন করিল কায়।
মণ্ডূক প্রধান, না পায়ে সন্ধান,
নিজ দলে ফিরে যায় ॥

পয়ার।

এইরূপে দুই দলে ঘোর যুদ্ধ হয়।
নিপাত হইল তাহে বহু সৈন্য চয় ॥
রুধিরের স্রোত বহে সংগ্রামের স্থলে।
খাদ্যলোভে পিপীলিকা সারি সারি চলে ॥

গৃধিনী আকারে ফিরে তেলাপোকাগণ।
বৃশ্চিক কবন্ধ প্রায় করয়ে ভ্রমণ॥
দুই দলে সেনাপতি মরিলে প্রচুর।
সমরে প্রবিষ্ট দুই রাজা বাহাদুর॥
এক দিগে গদা হস্তে পিষ্টকাশী শূর।
অন্যদিগে ফুল্লগণ্ড ভেকের ঠাকুর॥
হইল বিষম যুদ্ধ একই প্রহর।
দুই মত্ত হস্তি যেন কানন ভিতর॥
অবশেষে পিষ্টকাশী স্থির লক্ষ্য করি।
মারিল দুর্জ্জয় গদা ভেক গুল্‌ফোপরি॥
দুর্য্যোধন উরুভঙ্গ করে যেন ভীম।
পলাইয়া যায় বীর যাতনা অসীম॥
সর্পাকারে রুধিরের ধারা তাহে পড়ে।
পিছে পিছে মূষারাজ ধায় উভরড়ে॥
ভগ্ন অর্দ্ধ পদ ঝুলে পশ্চাতে রাজার।
অচল হইল ভেক শক্তি নাহি আর॥
উর্দ্ধমুখ করি রাজা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে।
প্রাণ পরিহার করে সরোবরে পাড়ে॥

ভঙ্গ ত্রিপদী।

ভেকরাজ পাইলে অত্যয়,
তাঁর পুরে মহা শোকোদয়।
অনিবার হাহাকার, বিগলিত অশ্রুধার,
সকলের কাতর হৃদয়॥
কাঁদে যত ভেক রাজ-দারা,
চক্ষে বহে শত শত ধারা।
ভঙ্গ সব রাগ রঙ্গ, পঙ্কেতে লোটায় অঙ্গ,
দিবানিশি হয়ে জ্ঞানহারা॥
রাজজ্ঞাতি ছিল যত ভেক,
সবে গেল, বাকি মাত্র এক।
শ্রীমেঘ-বল্লভ নাম, বহুবিধ গুণধাম,
সিংহাসনে প্রাপ্ত অভিষেক॥
সমরেতে নহেন নিপুণ,
জপ তপে যত তাঁর গুণ।
দুর্ব্বল শরীর তাঁর, বহুকষ্টে গুণাধার,
মৃত রাজ-চাপে দিল গুণ॥
দূরে হতে করিয়া সন্ধান,
বরষিল খাগড়ার বাণ।

ঠেকি পিষ্টকাশী ঢাল, ধরাতলে শর জাল,
ভেঙ্গে পড়ে শত শত খান ॥
দেখি মণ্ডুকের মন্দগতি,
হাস্য করে মূষিকের পতি।
তাঁহার ইঙ্গিত পেয়ে, এলো এক বীর ধেয়ে,
সূচীমুখ নাম মহামতি ॥
বয়সেতে নিতান্ত কিশোর,
কিন্তু বলবীর্য্যে নাহি ওর।
কুলের তিলক শিশু, ধনুকে যুড়িয়া ইষু,
মার মার শব্দ করে ঘোর ॥
দ্বিতীয় কুমার * প্রায় বীর,
তেজঃপুঞ্জ প্রফুল্ল শরীর।
মহাদম্ভে নিজ গুণ, ব্যাখ্যা করি পুনঃপুন,
উপনীত সরোবর তীর।
কহে " ওরে ছার শত্রু দল!
কোথা গেলি পলায়ে সকল?
আজ্ সব বিনাশিব, ভেক কুল না রাখিব,
নির্ভেক করিব ধরাতল ॥"

* কার্ত্তিকেয়

ইহা বলি নামিল সলিলে,
তরঙ্গ উঠিল সেই বিলে।
দেখি ব্রহ্মা খিন্ন হয়ে, আকাশ বিমানে রয়ে,
যুক্তি করে দেব সহ মিলে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

কহে ব্রহ্মা "একি দায়, অকালে প্রলয় প্রায়,
রুধির সমুদ্র সমুদ্ভব।
শব দেহ স্তূপে স্তূপে, দৃশ্য গিরি শ্রেণীরূপে,
অসম্ভব অদ্ভুত আহব ॥
এক দিবসের রণে, হেন কাণ্ড ত্রিভুবনে,
কভু না দেখিল কোন জনে।
বহুদিনে হেন ভাব, হয়েছিল আবির্ভাব,
দাশরথি দশানন রণে ॥
অসিত বরণধর, সূচীমুখ বীরবর,
সূচী শরে ছাইছে গগন।
সরোবরে পড়ে শর, ভেক দলে হাহাস্বর,
তরঙ্গ বহিছে ঘন ঘন ॥
হেন অনুভব হয়, ভেক জাতি হবে ক্ষয়,
কোন মতে নাহি দেখি ত্রাণ।

কি দেখহ দেবগণ ! মম সৃষ্টি সংহরণ,
ইহাতে আমারি অপমান ॥
যদ্যপি তোমরা কেহ, কৃপা দৃষ্টি নাহি দেহ,
ভেককুল হইবে নির্ম্মূল ।
অতএব বাক্য ধর, কেহ হয়ে অগ্রসর,
সেই পক্ষে হও অনুকূল ॥
সাজ গো চামুণ্ডা রঙ্গে ! দল বল লয়ে সঙ্গে,
মূষিকের দর্পচূর্ণ কর ।
তব চন্দ্রহাস ধারে, কভু কি থাকিতে পারে-
বর্ব্বরের গর্ব্ব ঘোরতর ॥
অথবা হে ষড়ানন ! দেবসেনা বিমোহন,
ভেক প্রতি করুণা প্রকাশ ।
নিপাতিয়ে সূচীমুখে, রক্ষা কর মৃত্যুমুখে,
নিপতিত মণ্ডূক সকাশ ॥"

পয়ার ।

এত বলি বসে বিধি হয়ে খিন্নমতি ।
উত্তরে কহিছে তবে দেব সেনাপতি ॥
"অবধান কর দেব আমার বচন ।
এই যুদ্ধে অগ্রসর হবে কোন্ জন ?

কাহারো না সাধ্য হবে হইতে সহায়।
এযুদ্ধ সামান্য নহে প্রলয়ের প্রায়॥
এক এক মূষাবীর অগ্নি অবতার।
প্রবেশি সমর ক্ষেত্রে করে মহামার॥
আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ দেবরাজ।
মূষিকে নিবৃত্ত করা তাঁহারই কায॥"

কুমারের কথা শুনি মরালবাহন।
বাসবেরে ইঙ্গিত করেন সেই ক্ষণ॥
সাজিলেন দেবরাজ মেঘগণ সঙ্গে।
বহে উনপঞ্চাশ পবন নানা রঙ্গে।
ঐরাবতে থাকি ইন্দ্র মূষা লক্ষ্য করি।
ছাড়িল বিষম বজ্র দেব গুরু স্মরি॥
চমকে চপলা বালা করি চক্ মক্।
উঠিল ভেকের পুরে শব্দ মক্ মক্॥
কাঁপিল উন্দূর সেনা কুলিশ নির্ঘোষে॥
তথাপিও ভেক প্রতি ধায় রোষে রোষে॥
দেখিয়ে সে ভাব সুচিন্তিত দেবগণ।
হেনকালে দেখ সবে দৈব নির্বন্ধন॥
জলদের আগমনে ছাড়ি সরোবর।
উঠিলেক এক জাতি, ভেক-হিতকর॥

সুকঠিন বর্ম্মধর বজ্রের সমান।
লাগিলে বিপক্ষ বাণ হয় খান খান ॥
কূর্ম্মাকৃতি কলেবর বক্রভাবে চলে।
চারিদিগে সুখর নখর অস্ত্রছলে ॥
যোড়া যোড়া কাঁচী শোভে মুখের দুপাশে।
স্বভাবতঃ মাংসোপরি অস্থি পরকাশে ॥
প্রতিপদে, পদে পদে গ্রন্থি বহুতর।
বক্ষস্থলে শোভে চক্ষু কৃষ্ণ নিভাধর ॥
আঁটা সাঁটা গাঁটা গোঁটা দৃঢ় দেহ ধারি।
দুই পাশে আছে দশ চরণ বিস্তারি ॥
দুই দিগে দুই মুখ দৃশ্য শোভাকর।
কর্কট নামেতে খ্যাত পৃথিবী ভিতর ॥
দেবলোকে যোগ্য নাম অবশ্যই আছে।
জীবের বিকৃত নাম আমাদেরি কাছে ॥
এবেশে কর্কট সেনা উঠি চারি ভিতে।
ঘেরিল উন্দুর দলে ভেকদের হিতে ॥
দাড়ায় দাড়ায় ধরে আখুর শরীর।
ল্যাজকাটা হয়ে ছুটে কত শত বীর ॥
কেহ বা হারায়ে পদ পলাতে না পারে।
গড়া গড়ি যায় সেই সরোবর ধারে ॥

স্তূপে স্তূপে অস্ত্র শস্ত্র পড়ে যথা তথা।
পলায় মূষিক দল, মুখে নাহি কথা॥
ভয়েতে বাড়িল ভয় ভেবাচেকা হয়ে।
ভঙ্গ দিয়ে যায় নিজ নিজ প্রাণ লয়ে॥
কেহ কেহ শ্রান্ত হয়ে গর্ত্ত অন্বেষিয়া।
নিমিষে ঢুকিয়া তায় রহে লুকাইয়া॥
হেনকালে অস্তাচলে চলিল তপন।
ঘোরতর তিমিরে পূরিল ত্রিভুবন॥
এইরূপে এক দিনে এহেন সমর।
সম্ভূত সমাপ্ত হলো বর্ণিতে বিস্তর॥
বিধির নির্বন্ধ ইহা কে খণ্ডিতে পারে।
পাত্র ভেদে এইরূপ ঘটে এসংসারে॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।